কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

'কতিপয় আমলা চক্রান্তে লিপ্ত'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও গ্রেড নির্ধারণ প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যকে সচেতন মহলে ধূম্রজাল সৃষ্টি ও ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাঁরা অভিযোগ করে বলেছেন, 'কতিপয় আমলা প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন।'

গত ৪ জানুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন তাদের বক্তব্য তুলে ধরে।

বিবৃতিতে ফেডারেশন বলেছে, 'মন্ত্রণালয় বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা, কাজের ধরন, চাকরির বয়সসীমা প্রভৃতি বিষয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, যা ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে আমরা মনে করি।'

বিবৃতিতে শিক্ষকদের নানা বৈষম্য, শিক্ষকদের বাদ দিয়ে আমলাদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সুযোগ, ১৯৯৭ সালে শিক্ষকদের জন্য বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ ফান্ড বন্ধ, বিদেশি দাতা সংস্থার উচ্চশিক্ষা বৃত্তি সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এবং সরকারি আমলাদের নানা সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি উপস্থাপন করে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছে ফেডারেশন।

সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাদ দিয়ে সরকার অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকেই সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে তাঁদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময় অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবিকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। সেই সঙ্গে অষ্টম বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারের মত পাল্টাবে না বলেও জানিয়েছেন।

এই অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের সমালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আটটি পয়েন্টে বক্তব্য তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে, কঠিন শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই অধ্যাপকদের ২৫ শতাংশ গ্রেড-১ পান। যোগ্যতার শর্ত পূরণ না করলে অনেক শিক্ষককেই গ্রেড-৩ ভুক্ত অধ্যাপক পদে থেকে অবসরে যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ১২ বছরের মধ্যে তৃতীয় গ্রেডভুক্ত অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো পদোন্নতি নেই। যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রতিটি পদায়ন এখানে নতুন নিয়োগ। যদি কোনো শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রি না থাকে তাহলে ওই শিক্ষকের অন্তত ২৫ বছর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরও অধ্যাপক হিসেবে পদের জন্য আবেদন করতে হলে ন্যূনতম ১৪ বছর সহযোগী অধ্যাপক পদে চাকরির অভিজ্ঞতা, ন্যূনতম ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ, সহযোগী অধ্যাপকের মেয়াদকালে সাতটি গবেষণা প্রকাশনা থাকার শর্ত রয়েছে।

এ ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছরের সঙ্গে সরকারি চাকরিজীবীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছরের তুলনা টানা হয়।